যায়যায়দিন

তারিখ ... 2 3 MAY 2008 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

এডুকেশন ইন্ডাস্ট্রি : কোয়ান্টাম জাম্প অফ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি

ড. এম. আজিজুর রহমান

১৯৯২ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাসের পর এর ইতিহাস কম বেশি ১৬ বছরের। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য এ ১৬ বছর খুবই কম সময়। তদুপরি এ স্বল্প সময়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যথেষ্ট সফলতা অর্জন করতে পেরেছে। পশ্চিমা দেশের আদলে সেমিস্টার পদ্ধতির পড়ালেখার প্রচলন, রাজনীতিমুক্ত পরিবেশে সময়মতো ডিগ্রি প্রদান ইত্যাদি কারণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

আগে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি ছাত্র ভারতে পড়াশোনা করতে যেতো এবং তাদের পেছনে খরচকৃত শত শত কোটি টাকা দেশের বাইরে চলে যেতো। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবির্ভাবে ভারতমুখী শিক্ষা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক সমালোচনা সত্ত্বেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্পন্ন গ্র্যাজুয়েট তৈরি করছে। বহুজাতিক সংস্থার নামি দামি ও উচ্চ বেতনে চাকরি এসব গ্র্যাজুয়েটরাই বেশি পাচ্ছে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বিশ্বব্যাপী শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত রয়েছে। এসব শাখা-প্রশাখায় বাংলাদেশের গ্র্যাজুয়েটদের সহজে অনুপ্রবেশের জন্য প্রয়োজন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ ও শিক্ষার মান আরো কয়েক ধাপ উন্নীত করা। তাই এ খাতে বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা ও বেসরকারি খাতের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এডুকেশন ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বিদেশি বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের প্রায় অর্ধশতাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ইতিমধ্যে এক ডজনের কিছু বেশি বিশ্ববিদ্যালয় সরকারিভাবে ও সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে 'এ' ক্যাটেগরির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমরা আশা করছি আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আরো এক ডজনের বেশি বিশ্ববিদ্যালয় 'এ' ক্যাটেগরিতে উন্নীত হবে। এভাবে ধাপে ধাপে বিশ্বের বৃহৎ এডুকেশন মার্কেটে বাংলাদেশের অর্ধশত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 'এ' ক্যাটেগরিতে উন্নীত হতে খুব বেশি সময় লাগবে না। অর্থাৎ বিগত একশত বছরে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোর মানোন্নয়নে যতোটা সফলতা লাভ করা গেছে তার চেয়ে অনেক কম সময়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মানোন্নয়ন হচ্ছে এবং হবে।

সনাতন পদ্ধতির উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশ্বমান দেয়া যতো দুরূহ তার চেয়ে অনেক সহজে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বমানের শিক্ষা দেয়া সম্ভব হবে। বিশ্বমানের শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিত করা গেলে বাংলাদেশের তরুণরা বিশ্বব্যাপী শ্রমবাজারে অনুপ্রবেশ করতে পারবে। যেমন ভারতের আইটি প্রতিষ্ঠান থেকে গ্র্যাজুয়েট বের হলেই তারা উচ্চ বেতনে চাকরি নিয়ে দেশে বা বিশ্বের যে কোনো দেশের শ্রমবাজারে নিয়োগপ্রাপ্ত হতে পারে। সে সুযোগের দ্বার বাংলাদেশের তরুণদের জন্য উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্য বিশ্বমানের কারিকুলাম প্রণয়ন ও শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা, কম্পিউটার জ্ঞান, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায় বাণিজ্যে উদ্যোগ এবং নেতৃত্ব প্রদানে পারদর্শিতাসহ চৌকস ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হিসেবে গ্র্যাজুয়েটদের তৈরি করতে হবে।

বাংলাদেশের মতো বিপুল জনসংখ্যার দেশে মৌলিক চাহিদা পূরণ করে দারিদ্র্য বিমোচন এবং বিশ্বমানের জীবনযাত্রা অর্জন করতে হলে দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং বিদেশি শ্রমবাজারে তা রপ্তানি করা ছাড়া উত্তম কোনো বিকল্প আমাদের সামনে খোলা নেই। এ বিলাসবহুল উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য প্রথম যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তা হলো বিশ্বমানের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বিগত একশত বছরেরও সনাতন শিক্ষা পদ্ধতিতে আমরা বিশ্বমানের শিক্ষা পাইনি। বিশ্বমানের শিক্ষা দেয়ার জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। প্রয়োজন শুধু ঠিক পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে এর মানোন্নয়ন ঘটিয়ে বিশ্বমানের শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করা।

যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। এর মধ্যে বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ২৫০টি। এর শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষণা কার্যক্রমে ফান্ডের অভাব না থাকায় এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বের নামি দামি অধ্যাপক ও নোবেল লরিয়েট তৈরি হয়। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা বাবদ সীমিত বাজেটের কারণে আমেরিকাসহ বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশেও উন্নতমানের গবেষণা করা সম্ভব হয় না। বিশ্বের সুশিক্ষিত ও উন্নত দেশগুলো কেবলমাত্র বিশ্বমানের শিক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেই উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পেরেছে। বাংলাদেশে একই ধরনের সফলতা অর্জনের জন্য সনাতন পদ্ধতিকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানসম্পন্ন উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধন করে দক্ষ গ্র্যাজুয়েট তৈরি করে বিশ্বের শ্রমবাজারে রপ্তানি করতে হবে। এজন্য মানসম্পন্ন শিক্ষক, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, শ্রেণীকক্ষসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন। এসব সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য প্রচুর অর্থ দরকার। এ অর্থের জোগান দেয়ার জন্য দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কারণ বিশ্বের সুশিক্ষিত ও উন্নত বিশ-বাইশটি দেশের কথা বাদ দিলে বাংলাদেশ হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম এডুকেশন মার্কেট। তাই বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহকে কাজে লাগানোর জন্য বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা আইনের ব্যাপক সংস্কার ঘটিয়ে উদার নীতি গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও একই পর্যায়ভুক্ত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অতিসত্বর এডুকেশন ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ঘোষণা দিতে হবে। তাহলে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগে জটিলতা দূর হবে।

বাংলাদেশে গ্রামীণফোনের মতো বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করার জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসবে এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাধ্যমে বিশ্বমানের শিক্ষা দেয়ার স্বপ্ন ফলপ্রসূ হবে। মানসম্পন্ন উৎপাদন এবং দক্ষ শ্রমিক রপ্তানি করে জাতীয় আয়ের বিশাল একটি অংশ বৈদেশিক মুদ্রা থেকে অর্জন করা যাবে।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মাত্র ১৬ বছরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতিতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থান নিতে সক্ষম হয়েছে। তাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে সর্বোচ্চ ফল পাওয়ার জন্য যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আর্থিক আনুকূল্য লাভের জন্য বেশির ভাগ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এডুকেশন ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বিদেশি বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এগুলো করা সম্ভব হলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বিশ্বমানের শিক্ষা দেয়া ও সার্বিক উন্নয়নের স্বপ্ন বাস্তবতা লাভ করতে আর বেশি সময়ের প্রয়োজন হবে না।

> বিশ্বের সুশিক্ষিত ও উন্নত দেশগুলো কেবলমাত্র বিশ্বমানের শিক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেই উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পেরেছে। বাংলাদেশে একই ধরনের সফলতা অর্জনের জন্য সনাতন পদ্ধতিকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানসম্পন্ন উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধন করে দক্ষ গ্র্যাজুয়েট তৈরি করে বিশ্বের শ্রমবাজারে রপ্তানি করতে হবে।

লেখক : ভাইস-চ্যান্সেলর
উত্তরা ইউনিভার্সিটি